উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব

যমুনা গ্রুপের রাজস্ব ফাঁকি ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অবস্থান

জনকল্যাণে রাজস্ব

কর খেলাপীদের রুখবে দেশের জনগণ

যমুনা গ্রুপের সরাসরি আমদানি শুল্ক ফাঁকি

বিল অব এন্ট্রি নং	তারিখ	অতিরিক্ত আদায়কৃত রাজস্ব (টাকায়)
সি-৪৩৮৪৭০	০৮/০৬/২০১৪	৩৫,৭৬,৩৬২.৯০
সি-৫৫২৫০৫	০১/০৭/২০১৪	৩৬,৯০,১২৯.৬২
সি-৬২৪৫২৫	২৬/০৭/২০১৪	২৪,৫৮,৫১৬.৪৭
সি-৬৩৮৩৬৮	১৫/০৬/২০১৫	১১,৪৮,৮৯৭.১৫
মোট (কথায়ঃ এক কোটি আট লক্ষ তিহাত্তর হাজার নয়শত ছয় টাকা)		১,০৮,৭৩,৯০৬.১৪

যমুনা গ্রুপ ও এর মালিকের অপপ্রবণতা

- বিদ্যমান আইনের প্রতি অবজ্ঞা ও স্বেচ্ছাচারি মনোভাব
- আমদানি পর্যায়ে রাজস্ব ফাঁকি প্রদান
- আইনানুগ কাগজ-পত্র না দিয়ে ও এসআরও'র শর্ত না মেনে বন্ড লাইসেন্স হাসিলের চেষ্টা
- রাজস্ব ফাঁকি ধরা পড়লে হুমকি ও মিডিয়া সন্ত্রাসে কাজ না হলে রীট মামলা দায়ের
- ফাঁকি ধরা পড়লে এনবিআর ও কর্মকর্তাদের প্রথমে হুমকি ও পরে মিডিয়া সন্ত্রাস
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রুটিন কাজে বাধা প্রদান
- ফাঁকি উদঘাটনকারী কর্মকর্তাদের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশ ও প্রতিশোধ প্রবণতা
- ব্যক্তিগত স্বার্থে মালিকানাধীন পত্রিকা ও টিভি চ্যানেল ব্যবহার
- ফৌজদারী মামলায় জড়িত এক হলুদ সাংবাদিককে জড়িয়ে মিথ্যা ও বানোয়াট অপপ্রচার

যমুনা গ্রুপের কাছে পাওনা ২৪৪.৪৮ কোটি টাকা দিয়েকি কি উন্নয়ন করা যেত -

(১) মুক্তিযোদ্ধার ১ মাসের ভাতা প্রদান ঃ ২ লক্ষ ৪৪ হাজার জন;
(২) প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ ঃ ২,৪৪০টি।
(৩) এক মাসের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি ঃ ৪০ লক্ষ ৫০ হাজার জন
(৪) গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ ঃ ২৪৪ কিলোমিটার
(৫) শিশুদেও পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ ঃ ৫০ লক্ষ ছাত্র/ছাত্রীদের
(৬) বড় ব্রীজ নির্মাণ ঃ প্রায় ৫০ টি
(৭) গুচ্ছগ্রাম ঃ প্রায় ২৫ টি
(৮) মহাসড়ক মেরামত ও সংস্কার ঃ ২ টি জেলার এক বছরের জন্য
(৯) ক্ষুদ্রঋণ ঃ ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ব্যক্তিকে
(১০) একটি বাড়ী- একটি খামার ঃ ১৩ হাজার ব্যক্তিকে
(১১) কালভার্ট নির্মাণ ঃ ১ লাখ ৮ হাজারটি
(১৩) মহাবিদ্যালয় ঃ ৪৩২টি
(১৪) মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির ঃ ৪৩ হাজার ২০০টি মেরামত
(১৫) মিডডে মিল ঃ ৪ কোটি ৩২ লাখ শিশু
(১৬) বয়স্ক ভাতা ঃ ৭২ লাখ বয়স্ক লোককে

এছাড়া যমুনা গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এ্যারোমেটিক কসমেটিকস লিমিটেডের বিরুদ্ধে আদালতের রায়ের প্রেক্ষিতে মামলাভুক্ত সুদসহ প্রায় ৭০০ (সাতশত) কোটি টাকার বকেয়া রাজস্ব আদায় করা গেলে এবং যমুনা গ্রুপের ভোগকৃত কর অব্যাহতি, শুল্ককর সুবিধা ও বন্ড সুবিধার পরিমাণ বিবেচনায় নিলে এ পরিসংখ্যান অনেকগুণে বৃদ্ধি পাবে।

শুল্ক সংক্রান্ত

যমুনা গ্রুপ ও এর অংগসংগঠনসমূহের আমদানি রাজস্ব ফাঁকির প্রবণতা গত তিন বছরে অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রবর্তিত 'সুশাসন ও উন্নততর ব্যবস্থাপনা কাঠামো'র আওতায় ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত ও 'জিরো টলারেন্স' নীতির আওতায় ২০১৩-১৪ এর তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে যমুনা ও এর অংগসংগঠনসমূহের আমদানি পর্যায়ে রাজস্ব প্রায় ৫০০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন বলে প্রদানকৃত বিভিন্ন রেয়াতি সুবিধা ও অব্যাহতি প্রদান করে থাকে। সৎ করদাতাগণ এই সুবিধা ভোগ করে জনস্বার্থে যথাসময়ে নিয়মমাফিক রাজস্ব প্রদান করে থাকেন। চিত্র হতে দেখা যায় যমুনা ও এর সহযোগী অংগপ্রতিষ্ঠান ভোগকৃত অব্যাহতির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত তিন বছরে তাদের গৃহীত অব্যাহতি প্রায় শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আমদানি স্তরে ৯৩.৮০ কোটি টাকা অব্যাহতি গ্রহণ করে। তথাপি যমুনা গ্রুপ ও সহযোগী অংগপ্রতিষ্ঠানসমূহ আন্ডার ইনভয়েসিং,সিপিসি সুবিধার অপব্যবহার ও ভ্যালুয়েশন রুলস প্রতিপালন না করে শুল্ক কর ফাঁকি দিয়ে আসছে। শুধুমাত্র ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরেই দি কাস্টমস এ্যাক্ট ১৯৬৯ এর ২০২ ধারা প্রয়োগ করে চারটি বিল অফ এন্ট্রির বিপরীতে ৯.৫৪ লক্ষ টাকার বিপরীতে অতিরিক্ত আদায় করা হয় ১০৯.৭৫ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ আমদানি পর্যায়ে মিথ্যা ঘোষণা উদঘাটন করে অতিরিক্ত এই রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের নাম	রিট মামলা নং	মামলা উত্তবের কারণ	জড়িত রাজস্বের পরিমাণ (টাকা)
যমুনা বিল্ডার্স লিঃ	৬৯৭৯/১০	২০০৬, ২০০৭, এবং ২০০৮ সালে আমদানিকৃত পণ্যে টহফবৎ ওহাড়রপরহম করার কারণে অনাদায়ী/ফাঁকিকৃত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে দাবীনামা সম্বলিত কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হলে আমাদানিকারক আলোচ্য রিট মামলাটি দায়ের করেন।	৩,৫৮,৯৩,৫৬২.৬৫
যমুনা বিল্ডার্স লিঃ	৬১৩৭/১০	২০০৬, ২০০৭, এবং ২০০৮ সালে আমদানিকৃত পণ্যে Under Invoicing করার কারণে অনাদায়ী/ফাঁকিকৃত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে দাবীনামা সম্বলিত কারণ দর্শাও নোটিশ জারী করা হলে আমাদানিকারক রিট মামলাটি দায়ের করেন।	১৪,০৬,২৩,৯৪৮.৩০
যমুনা ডেনিমস উইভিংস লিঃ	১১৫৩৬/২০১৫	প্রতিষ্ঠানটি বন্ড লাইসেন্সের জন্য আবেদন করলে তা প্রত্যাখান করায় রিট মামলাটি দায়ের করা হয়।	নাই
মেসার্স জারা এক্সেসরিজ ইন্ডাস্ট্রিজ	৫৯২০/২০১৬ সিপি নং ২১৬৮/২০১৬	প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ৫,৪৪,২৩,০০৫ টাকা দাবীনামা রয়েছে। দাবীনামার বিরুদ্ধে মাননীয় হাইকোর্টে রিট মামলা দায়ের করেন।	৫,৪৪,২৩,০০৫
মেসার্স হংকং গার্মেন্টস লিঃ	৬৫৭০/২০১৪ সিপি নং ১৯৮৯/২০১৪	প্রতিষ্ঠানটি বিরুদ্ধে ৬,৪৬,৬৭,২৭০ টাকা দাবীনামা জারী করলে প্রতিষ্ঠানটি রিট মামলা নং ৬৫৭০/২০১৪ দায়ের করে।	৬,৪৬,৬৭,২৭০
মেসার্স দাদা ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইবুনালে মামলা নং- কাস/৫০১/২০১৫, তাং-০২.১১.১৫"	আমদানিকৃত পণ্য গঙটখঙ এর ঘোষিত মূল্য ১.৭৩/কেজি মার্কিন ডলার এর পরিবর্তে প্রস্তবিত মূল্য মার্কিন ডলার ১১.৯৫/কেজিতে শুল্কায়নের সিদ্ধান্তকে তর্কিত করে রিট মামলা নং ৪৩১৭/২০০৪ দায়ের করা হয়। মাননীয় হাইকোর্ট অর্ন্তবর্তী আদেশে ৩.২৪ কেজি মার্কিন ডলারে সাময়িক শুল্কায়ন করে, ৩.২৪/কেজি ও ৯.৮২/ কেজি এর পার্থক্যজনিত অংক ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে মালামাল ছাড় করার নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে বিগত ২৫/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় আদালত চূড়ান্ত রায়ে ১৫ দিনের মধ্যে চালানটি চূড়ান্ত শুল্কায়নের নির্দেশ দেন। শুল্ক কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবিত মূল্যে চূড়ান্ত শুল্কায়ন করলে আমদানিকারক আলোচ্য মামলাটি দায়ের করে।	৪৬,২৭,৪৪৭.৭৩
যমুনা ইলেক্ট্রনিক এন্ড অটোমোবাইল লিঃ	রটি পটিশিন নং ৭০০/২০১৭	প্রকৃত ঈচঈ-১৭৩ এর স্থলে আমদানিকারক কর্তৃক অসত্য ঈচঈ-২৬১ ব্যবহার করে ভ্যাট পরিশোধ না করে পণ্য খালাস করায় কাস্টমস আইন, ১৯৬৯ এর সেকশন ৩২ এর সাব-সেকশন ৩ অনুযায়ী দাবীনামা সম্বলিত কারণ দর্শাও নোটিশ জারী করলে এর বিরুদ্ধে আমদানিকারক রিট পিটিশনটি দায়ের করে।	৬,৪৩,৯৭৪.৪৮
যমুনা ইলেক্ট্রনিক এন্ড অটোমোবাইল লিঃ	রটি পটিশিন নং ২১৭১/২০১৭	প্রকৃত ঈচঈ-১৭৩ এর স্থলে আমদানিকারক কর্তৃক অসত্য ঈচঈ-২৬১ ব্যবহার করে ভ্যাট পরিশোধ না করে পণ্য খালাস করা কাস্টমস আইন, ১৯৬৯ এর সেকশন ৩২ এর সাব-সেকশন ৩ অনুযায়ী দাবীনামা সম্বলিত কারণ দর্শাও নোটিশ জারী করলে এর বিরুদ্ধে আমদানিকারক রিট পিটিশনটি দায়ের করে।	৭২,১১,৭০৮.৫৭

যমুনা গ্রুপের ভোগকৃত আমদানি অব্যাহতির পরিমাণ

Import Type	BIN	Name	FY-14-15 Exemption	FY-15-17 Exemption	FY-16-17 Exemption
Commercial	18071009890	CROWN BEVERAGE LTD.	0.22	0.33	2.43
Commercial	18151039560	JAMUNA BUILDERS LTD.	0.05	2.73	0.33
Bond	18071011806	JAMUNA DENIMS LTD.	0.00	0.00	0.00
Commercial	18071011806	JAMUNA DENIMS LTD.	3.09	1.32	0.19
Commercial	18081003843	JAMUNA DENIMS LTD.	0.09	0.11	0.33
Bond	18081003843	JAMUNA DENIMS LTD.	0.00	0.00	0.00
Commercial	18071043643	JAMUNA DENIMS WEAVING LTD	0.00	3.24	3.35
Commercial	18081011002	JAMUNA ELECTRONICS&AUTOMOBILES LTD.	33.23	47.68	39.15
Commercial	18071045100	JAMUNA ELECTRONCS&AUTOMOBILES LTD	0.00	0.29	3.70
Commercial	18071001716	JAMUNA KNITTING & DYEING LTD.	0.00	0.00	0.00
Bond	18071001716	JAMUNA KNITTING & DYEING LTD.	0.01	0.00	0.00
Bond	18081001797	JAMUNA SPINNING MILLS LTD.	0.00	0.00	0.00
Commercial	18081001797	JAMUNA SPINNING MILLS LTD.	0.41	10.56	5.90
Commercial	22121031772	JAMUNA SPINNING MILLS LTD	0.00	7.81	22.35
Commercial	18071001054	JAMUNA WELDING ELECTRODE LTD.	0.85	0.93	2.35
Commercial	18141107907	JAMUNA TELEVISION LTD.	0.00	0.00	0.00
Commercial	18131020896	JAMUNA TELEVISION LTD	0.00	0.00	0.00
Commercial	18071033586	OPTIMO JEANS LTD.	0.00	0.00	0.00
Bond	18071033586	OPTIMO JEANS LTD.	0.00	0.00	0.00
Commercial	18071001245	PEGASUS LEATHER & FOOTWEAR LTD.	0.03	0.01	0.08
Commercial	18071003720	PEGASUS LEATHER LTD.	0.38	0.48	0.44
Commercial	18081001185	SHAMEEM COMPOSITE MILLS LTD	0.31	3.85	5.26
Bond	18081001185	SHAMEEM COMPOSITE MILLS LTD	0.00	0.00	0.00
Commercial	18081001367	SHAMEEM ROTOR SPINNING LTD.	0.01	0.06	0.06
Bond	18081000740	SHAMEEM SPINNING MILLS LTD.	0.00	0.00	0.00
Commercial	18081000740	SHAMEEM SPINNING MILLS LTD.	2.42	6.99	2.73
Commercial	19011034360	THE DAILY JUGANTOR	6.56	5.16	5.13
TOTAL:			47.66	91.55	93.80

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের হাতে গড়া দেশ ও জনগণের জন্য রাজস্ব আহরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারের এ প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যাবধি সফলতার সাথে সরকারের কোষাগার সমৃদ্ধ করছে। গত অর্থ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এক লক্ষ পঁচাশি হাজার কোটি টাকারও বেশী রাজস্ব আহরণ করেছে। চলতি অর্থ বছরে এ প্রতিষ্ঠানকে দুই লক্ষ আটচল্লিশ হাজার একশত নব্বই কোটি টাকা আহরণ করতে হবে।

দেশের সকল সম্মানিত নাগরিক, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় করদাতাদের প্রতি সমতা, নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার মনোভাব বজায় রেখে দেশে প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগ করে সম্মানিত করদাতাদের কাছ থেকে এনবিআর রাজস্ব আহরণ করছে। দেশের আপামর জনগণের কল্যাণে সরকারের ক্রমবর্ধিষ্ণু রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে গিয়ে এনবিআরকে আইন প্রয়োগে সক্রিয় হতে হয়। সম্মানিত করদাতাগণ দেশের প্রচলিত আইন মেনে রাজস্ব দিয়ে দেশের কোষাগার সমৃদ্ধ করছেন। কতিপয় করদাতা বিরাজমান আইন ও বিধি-বিধান উপেক্ষা করে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে যান; অপপ্রভাব খাটিয়ে ফাঁকিকৃত রাজস্ব পরিশোধ না করার জন্য নানান অপকৌশল অবলম্বন করেন। অধিকন্তু, সজ্ঞানে রাজস্ব আহরণকে বাধাগ্রস্থ করেন। 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন নীতি'র আওতায় সমতা ও ন্যায়পরায়ণতার স্বার্থে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ সকল করদাতার ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগের মনোভাব পোষণ করে। ফলে তারা রুষ্ঠ হয়ে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অশোভন ও দৃষ্টিকটুভাবে স্বীয় ক্ষমতা ও গণমাধ্যমের অপব্যবহার করে এবং দেশ ও জনগণের আস্থাভাজন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মত গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ও এর প্রধানের সুনাম ক্ষুণ্নে প্রতিহিংসাপরায়ণ মানসিকতা প্রদর্শন করেন।

সম্প্রতি যমুনা গ্রুপের মালিকানাধীন দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও এর চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযোগ প্রকাশ করছে। এসকল অভিযোগ অমূলক, বানোয়াট, তথ্য বিবর্জিত ও প্রতিহিংসাপরায়ন মনোবৃত্তির প্রকাশ মাত্র। সম্প্রতি যমুনা গ্রুপের কার্যক্রম মনিটরিংয়ের কারণে এ গ্রুপের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব ফাঁকি ও অনিয়ম ধরা পড়ে। কর্মকর্তাদের হুমকি ধামকি দিয়ে ব্যর্থ হয়ে ভিত্তিহীন,বানোয়াট সংবাদ প্রকাশ করছে। এ সব কার্যক্রমের ফলে এনবিআরের কর্মকর্তারা ঝুঁকি ও আশংকার মধ্যে কাজ করছে। যমুনা গ্রুপের এমন অসংখ্য অপকৌশলের বিরুদ্ধে এনবিআর সক্রিয় হলে নিজের অপকর্ম ঢাকা ও অপস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে তারা দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও তথ্য বিবর্জিত সংবাদ প্রকাশে লিপ্ত হয়। যমুনা গ্রুপ ও এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে আদায়কৃত রাজস্ব, উদঘাটিত অনিয়ম, তাদের দায়েরকৃত রিট মামলা ও জড়িত রাজস্বসহ উল্লেখযোগ্য তথ্যঃ

যমুনা গ্রুপের অন্তর্ভূক্ত যে সকল কোম্পানি রিটার্ন দাখিল করেনি তার তালিকা

ক্রমিক	কোম্পানির নাম, সার্কেল, কর অঞ্চল	কোম্পানির ঠিকানা	কর বছর	
১.	যমুনা ডেনিমস গার্মেন্টস লিঃ সার্কেল-৩১০ (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা	যমুনা ফিউচার পার্ক ক - ২৪৪, কুড়িল, প্রগতি স্বরণী , বারিধারা, ঢাকা।	২০১৩-২০১৪	রিটার্ন দাখিল করেনি
			২০১৪-২০১৫	রিটার্ন দাখিল করেনি
২.	যমুনা ডেনিমস ওয়েভিংলিঃসার্কেল-৩১০ (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা	যমুনা ফিউচার পার্ক ক - ২৪৪, কুড়িল, প্রগতি স্বরণী , বারিধারা, ঢাকা।	২০১৩-২০১৪	রিটার্ন দাখিল করেনি
			২০১৪-২০১৫	রিটার্ন দাখিল করেনি
৩.	যমুনা ইলেকট্রনিক্স এন্ড অটোমোবাঃ লিঃ সার্কেল-৩১০ (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা	যমুনা ফিউচার পার্ক ক - ২৪৪, কুড়িল, প্রগতি স্বরণী , বারিধারা, ঢাকা।	২০১৩-২০১৪	রিটার্ন দাখিল করেনি
৪.	যমুনা ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীলিঃ সার্কেল-৩১০ (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা	যমুনা ফিউচার পার্ক ক - ২৪৪, কুড়িল, প্রগতি স্বরণী , বারিধারা, ঢাকা।	২০১১-২০১২	রিটার্ন দাখিল করেনি
			২০১২-২০১৩	রিটার্ন দাখিল করেনি
			২০১৩-২০১৪	রিটার্ন দাখিল করেনি
			২০১৪-২০১৫	রিটার্ন দাখিল করেনি
			২০১৫-২০১৬	রিটার্ন দাখিল করেনি
			২০১৬-২০১৭	রিটার্ন দাখিল করেনি
৫.	যমুনা ডেনিমস গার্মেন্টস লিঃ সার্কেল-৩১০ (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা	যমুনা ফিউচার পার্ক ক - ২৪৪, কুড়িল, প্রগতি স্বরণী , বারিধারা, ঢাকা।	২০১৩-২০১৪	রিটার্ন দাখিল করেনি
			২০১৪-২০১৫	রিটার্ন দাখিল করেনি
৬.	যমুনা ডেনিমস ওয়েভিংলিঃসার্কেল-৩১০ (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা	যমুনা ফিউচার পার্ক ক - ২৪৪, কুড়িল, প্রগতি স্বরণী , বারিধারা, ঢাকা।	২০১৩-২০১৪	রিটার্ন দাখিল করেনি
			২০১৪-২০১৫	রিটার্ন দাখিল করেনি
৭.	যমুনা ইলেকট্রনিক্স এন্ড অটোমোবাঃ লিঃ সার্কেল-৩১০ (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা	যমুনা ফিউচার পার্ক ক - ২৪৪, কুড়িল, প্রগতি স্বরণী , বারিধারা, ঢাকা।	২০১৩-২০১৪	রিটার্ন দাখিল করেনি
৮.	যমুনা ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীলিঃ সার্কেল-৩১০ (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা	যমুনা ফিউচার পার্ক ক - ২৪৪, কুড়িল, প্রগতি স্বরণী , বারিধারা, ঢাকা।	২০১১-২০১২	রিটার্ন দাখিল করেনি
			২০১২-২০১৩	রিটার্ন দাখিল করেনি
			২০১৩-২০১৪	রিটার্ন দাখিল করেনি
			২০১৪-২০১৫	রিটার্ন দাখিল করেনি
			২০১৫-২০১৬	রিটার্ন দাখিল করেনি
			২০১৬-২০১৭	রিটার্ন দাখিল করেনি
	নোট ঃ করদাতা কোম্পানি যথাসময়ে রিটার্ন দাখিল না করায় রিটার্ন তলব করে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৯৩ ধারায় নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে এবং ১২৪ ধারায় জরিমানা আরোপ করার লক্ষ্যে ১৩০ ধারার নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।			

যমুনা গ্রুপের যে সকল কোম্পানির বিরুদ্ধে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ১৬৫ ও ১৬৬ ধারায় ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়েছে

ক্রমিক	কোম্পনির নাম, সার্কেল, কর অঞ্চল	কোম্পনির ঠিকানা	মামলার বিবরণ
১.	যমুনা স্পিনিং মিলস লিঃ সার্কেল-৩১০ (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা	যমুনা ফিউচার পার্ক ক-২৪৪, কুড়িল, প্রগতি স্বরণী ,বারিধারা, ঢাকা।	• ২০০৮-২০০৯, ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২ করবর্ষে কোম্পানীর বিরুদ্ধে আয়কর বিভাগ কর্তৃক ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা নং ১১৮/২০১৩। • ০৯/০৭/২০১৩ তারিখে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৯৩ মোতাবেক ২০০৮-২০০৯, ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২ করবর্ষে আয়কর মামলা পুনঃউম্মোচন করা হয়েছে। উক্ত মামলার বিপরীতে করদাতা কোম্পানি কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করে। পিটিশন নং-৬৫৪০/২০১৩, তারিখ-২৪/০৬/২০১৩ ইং। রিট নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিতাদেশ জারী করা হয়েছে। • স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের নিমিত্তে সিএমপি দাখিলের জন্য বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল বরাবরে পত্র প্রেরন করা হয়েছে। • আর্জির জবাব প্রেরণ করা হয়েছে ১০/০২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ এবং হাইকোর্ট কর্তৃক জবাব গ্রহণের তারিখ ২৫/০২/২০১৪ খ্রিঃ। • মামলা কজ লিস্টে অন্তর্ভূক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় অ্যাটর্নি জেনারেল বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
২.	শামীম স্পিনিং মিলস লিঃ সার্কেল-২৯ (কোম্পানিজ),কর অঞ্চল-০২, ঢাকা	যমুনা ফিউচার পার্ক -২৪৪, কুড়িল, প্রগতি স্বরণী ,বারিধারা, ঢাকা।	• ২০০৭-২০০৮, ২০০৮-২০০৯, ২০০৯-২০১০, ২০১১-২০১২ করবর্ষে কোম্পানীর বিরুদ্ধে আয়কর বিভাগ কর্তৃক ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা নং ১১৬/১৩, তারিখ-১৯/০৫/২০১৩। • ১৬/০৬/২০১৩ তারিখে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৯৩ মোতাবেক ২০০৭-২০০৮, ২০০৮-২০০৯, ২০০৯-২০১০, ২০১১-২০১২ করবর্ষের আয়কর মামলা পুনঃউম্মোচন করা হয়েছে উক্ত মামলার বিপরীতে করদাতা কোম্পানি কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করে। পিটিশন নং-৬৫০৪/২০১৩।
৩.	শামীম রোটর স্পিনিং মিলস লিঃ সার্কেল-২৯ (কোম্পানিজ),কর অঞ্চল-০২, ঢাকা	যমুনা ফিউচার পার্ক ক-২৪৪, কুড়িল, প্রগতি স্বরণী ,বারিধারা, ঢাকা	• ২০০৭-২০০৮, ২০০৮-২০০৯, ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২ করবর্ষে কোম্পানীর বিরুদ্ধে আয়কর বিভাগ কর্তৃক ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা নং ১১৪/১৩, তারিখ-১৯/০৫/২০১৩। • ১৬/০৬/২০১৩ তারিখে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এরধারা ৯৩ মোতাবেক ২০০৭-২০০৮, ২০০৮-২০০৯, ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২ করবর্ষের আয়কর মামলা পুনঃউম্মোচন করা হয়েছে। উক্ত মামলার বিপরীতে করদাতা কোম্পানি কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করে। পিটিশন নং-৬৫৩৮/২০১৩।
৪.	যমুনা ডিস্টিলারী লিঃ সার্কেল-৩১০ (কোম্পানিজ),কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা	যমুনা ফিউচার পার্ক ক-২৪৪, কুড়িল, প্রগতি স্বরণী, বারিধারা, ঢাকা।	• ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২ করবর্ষে কোম্পানীর বিরুদ্ধে আয়কর বিভাগ কর্তৃক ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা নং ১১৭/২০১৩। • ০৯/০৭/২০১৩ তারিখে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এরধারা ৯৩ মোতাবেক ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২ করবর্ষের আয়কর মামলা পুনঃউম্মোচন করা হয়েছে। উক্ত মামলার বিপরীতে করদাতা কোম্পানি কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করে। পিটিশন নং-৬৫০৩/২০১৩, তারিখ-২৩/০৬/২০১৩ খ্রিঃ। • আর্জির জবাব প্রেরণ করা হয়েছে ১০/০২/২০১৪ ইং তারিখ এবং হাইকোর্ট কর্তৃক জবাব গ্রহণের তারিখ ২৫/০২/২০১৪ ইং।২৮/০৩/২০১৪ তারিখে রিট নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিতাদেশ জারী করা হয়েছে। • মামলা কজ লিস্টে অন্তর্ভূক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় অ্যাটর্নি জেনারেল বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
৫.	যমুনা ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড লিঃ সার্কেল-৩১০ (কোম্পানিজ),কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা	যমুনা ফিউচার পার্ক ক-২৪৪, কুড়িল, প্রগতি স্বরণী, বারিধারা, ঢাকা।	• ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২ করবর্ষে কোম্পানীর বিরুদ্ধে আয়কর বিভাগ কর্তৃক ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়েছে। • উক্ত মামলার বিপরীতে করদাতা কোম্পানি কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করে। পিটিশন নং-৬৫৩৯/২০১৩, তারিখ-১০/০২/২০১৪ খ্রিঃ। • আর্জির জবাব প্রেরণ করা হয়েছে ১০/০২/২০১৪ ইং তারিখ এবং হাইকোর্ট কর্তৃক জবাব গ্রহণের তারিখ ২৫/০২/২০১৪ খ্রিঃ। • মামলা কজ লিস্টে অন্তর্ভূক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় অ্যাটর্নি জেনারেল বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
৬.	যমুনা ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিঃ সার্কেল-৩১০ (কোম্পানিজ),কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা	যমুনা ফিউচার পার্ক ক-২৪৪, কুড়িল, প্রগতি স্বরণী, বারিধারা, ঢাকা।	• ২০১০-২০১১ করবর্ষে কোম্পানীর বিরুদ্ধে আয়কর বিভাগ কর্তৃক ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়েছে। উক্ত মামলার বিপরীতে করদাতা কোম্পানি কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করে। পিটিশন নং-৬৫০৫/২০১৩, তারিখ-১০/০২/২০১৪ খ্রিঃ। • আর্জির জবাব প্রেরণ করা হয়েছে ১০/০২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ এবং হাইকোর্ট কর্তৃক জবাব গ্রহণের তারিখ ২৫/০২/২০১৪ খ্রিঃ। • মামলা কজ লিস্টে অন্তর্ভূক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় অ্যাটর্নি জেনারেল বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

নিবিড় মনিটরিং এর মাধ্যমে যমুনা গ্রুপ থেকে রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি (কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	আমদানি পণ্যের পরিমাণ (মেঃ টন)	আদায়কৃত রাজস্ব	প্রবৃদ্ধি
২০১৩-১৪	৩৩৫৫৪.৬৫	৩৮.৩৫	-
২০১৪-১৫	৫৫৭২৩.১৪	৮৯.৮৮	১৩৪.৩৭%
২০১৫-১৬	৮৮২০৪.৮৩	১৫০.৩১	৬৭.২৩%
২০১৬-১৭	৮৪৬১৪.১৬	১৯০.৪৫	২৬.৭১%

বর্তমান চেয়ারম্যানের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এবং এনবিআরের নিবিড় পর্যবেক্ষণের ফলে আদায়কৃত রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়ে ৫০০শতাংশ হয়েছে।

যমুনা গ্রুপের দায়েরকৃত রীট মামলা

খাতের নাম	মামলা সংখ্যা	জড়িত রাজস্ব (কোটি টাকা)
শুল্ক	০৮	৩০.৮১
মূসক	১০	১৮৭.৭৫
আয়কর	২৬	২৫.৯২
মাননীয় আদালতের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ বিষয়ে আইনানুগ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করছে		মোট= ২৪৪.৪৮

মূসক (ভ্যাট) সংক্রান্ত

সরকার স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদনমুখী শিল্প কারখানাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শর্ত সাপেক্ষে বিভিন্ন অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করে। সৎ ব্যবসায়ীগণ শর্ত পরিপালন করে প্রাপ্ত অব্যাহতি সুবিধা দ্বারা দেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করে।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এস.এস.আরও নং-২২৫ আইন/২০১৭/৭৭৫-মূসক, তারিখঃ০১/০৭/২০১৭খ্রিঃ এবং প্রজ্ঞাপন এস.এস.আরও নং-২২৬ আইন/২০১৭/৭৭৬, তারিখঃ০১/০৭/২০১৭খ্রিঃ মোতাবেক যথাক্রমে রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার এবং এয়ার কন্ডিশনারের স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে এবং উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অব্যাহতি প্রদান করে।

মেসার্স যমুনা ইলেকট্রনিকস এন্ড অটোমোবাইলস লিঃ এর পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গঠিত সর্বশেষ কমিটি প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক মতামত প্রদান করে যে, শর্ত মোতাবেক কয়েকটি প্রয়োজনীয় মেশিন কর্মক্ষম ছিল না, পরিদর্শনকালে ইটিপি প্লান্টের ভৌত অবকাঠামো পরিলক্ষিত হলেও বর্জ্য পরিশোধনপূর্বক তা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা দেখা যায় নি এবং মূল্য সংযোজন পরিমাণ ৩০% এর নিম্নে হওয়ায় প্রজ্ঞাপন (ঝজঙ) এর শর্তাবলী যথাযথ ও পরিপূর্ণভাবে পরিপালিত হয়নি"।

ফলশ্রুতিতে যথাযথ মূল্য সংযোজন হার না থাকায়, ইটিপি প্লান্ট কার্যক্রম না থাকায় এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপিত না হওয়া দরুন অব্যাহতি সুবিধা লাভের যোগ্য হননি। একারণে তারা রিট মামলা দায়ের করেন। এছাড়াও যমুনা গ্রুপ ও এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান কতিপয় পণ্যের মূল্য ঘোষণা না দিয়ে, পণ্যের কম মূল্য দেখিয়ে এবং ভুয়া রেয়াত গ্রহণ করে মূসক ফাঁকি প্রদান করায় নিরীক্ষার মাধ্যমে উদঘাটিত মূসক ফাঁকির বিপরীতে মামলা দায়ের করে।

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	মামলার প্রকৃতি	জড়িত রাজস্ব	রিট মামলা নং	মামলার সর্বশেষ অবস্থা
এ্যারোমেটিক কসমেটিক্স লিমিটেড, কোনাবাড়ী, গাজীপুর।	মূসক ফাঁকি মামলা	ফাঁকিকৃত রাজস্ব ৪৬,১৮,৫৮,৩৭৬/- টাকা অর্থদন্ড বাবদ- ৪৬,১৮,৫৮,৩৭৬/- সর্বমোট ৯২,৩৭,১৬,৭৫১.২৫ টাকা	৩০২৭/০৩ এবং সিইভিটি কেইস নং-৪২/২০১৬।	সিভিল আপীল নং-১৬৫/২০০৫ এবং ১৬৬/২০০৫ এর আলোকে মাননীয় আদালত বিগত ১৬.০৩.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মামলা নিস্পত্তি মর্মে রায় প্রদান করেন। উক্ত রায়ের বিপরীতে আলোচ্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ আপীলাত ট্রাইবুনালে মামলা দায়ের করেন, যার নম্বর ৪২/২০১৬। ট্রাইবুনাল শুনানী-অন্তে আপীল নামঞ্জুর করে কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর) এর দেয়া আদেশ বহাল রাখেন। ট্রাইবুনাল এর রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ মাননীয় হাইকোর্টে ভ্যাট আপীল নং ৪৮/২০১৭ দায়ের করেন।
এ্যারোমেটিক কসমেটিক্স লিমিটেড, কোনাবাড়ী, গাজীপুর।	মূসক ফাঁকি মামলা	ফাঁকিকৃত রাজস্ব ২৭,৫১,৩০,৬৩১.০২ অর্থদন্ড বাবদ- ৫৫,০২,৬১,২৬২.০০ সর্বমোট ৮২,৫৩,৯১,৮৯৩.০২ টাকা।	৩০২৮/০৩ এবং সিইভিটি কেইস নং-৪১/২০১৬।	সিভিল আপীল নং-১৬৫/২০০৫ এবং ১৬৬/২০০৫ এর আলোকে মাননীয় আদালত বিগত ১৬.০৩.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মামলা নিস্পত্তি মর্মে রায় প্রদান করেন। উক্ত রায়ের বিপরীতে আলোচ্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ আপীলাত ট্রাইবুনালে মামলা দায়ের করেন, যার নম্বর ৪১/২০১৬। ট্রাইবুনাল শুনানী-অন্তে আপীল নামঞ্জুর করে কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর) এর দেয়া আদেশ বহাল রাখেন। ট্রাইবুনাল এর রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ মাননীয় হাইকোর্টে ভ্যাট আপীল নং ৪৭/২০১৭ দায়ের করেন।
এ্যারোমেটিক কসমেটিক্স লিমিটেড	অডিট প্রতিবেদনের আলোকে	৪,৬৫,১৪,৩৫২/-	৮৮১৪/২০১৬	বর্তমানে শুনানী পর্যায়ে রয়েছে।
পেগাসাস লেদার লিমিটেড, গাজীপুর।	অডিট আপত্তি	২,৯৫,৯২,৫০০/-	৯২৫৪/২০১০	বর্তমানে শুনানী পর্যায়ে রয়েছে।
যমুনা ইলেকট্রিক এন্ড	অডিট প্রতিবেদনের আলোকে	২,৪৭,৮৫,৫৪০/-	৮৯৬০/২০০৬	বর্তমানে শুনানী পর্যায়ে রয়েছে।
যমুনা ইলেকট্রিক এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, গাজীপুর।	অডিট আপত্তি	২,০২,৮৯,৩৮০/-	আপীলাত ট্রাইবুনালের কেইস নং- বিবিধ/জারাবো-১/২০০৯।	বর্তমানে শুনানী পর্যায়ে রয়েছে।
পেগাসাস সুজ লিমিটেড, গাজীপুর।	অডিট আপত্তি	৫৮,২০,৮৮১/-	১৩৫২১/২০১৬।	বর্তমানে শুনানী পর্যায়ে রয়েছে।
লিবার্টি ফুড লিমিটেড, গাজীপুর।	অডিট আপত্তি	১৩,৬২,১৩৫/-	৫৩৭/২০০১।	মাননীয় আদালতে রায় হয়েছে । উক্ত রায়ের কপি সংগ্রহের জন্য আবেদন করা হয়েছে।
মেসার্স যমুনা ইলেকটনিক্স এন্ড অটোমোবাইলস লিঃ, গাজীপুর	এস.অর.ও অনুযায়ী অব্যাহতি সুবিধা না পাওয়া।		১০৯১২/২০১৬।	এস.আর.ও নং-২২৫-আইন/২০১৭/৭৭৫-মূসক, তারিখঃ ০১ জুলাই, ২০১৭ ও এস.আর.ও নং-২২৬-আইন/২০১৭/৭৭৬-মূসক, তারিখঃ ০১ জুলাই, ২০১৭ এর আলোকে মূসক অব্যাহতির জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অপারগতা প্রকাশ করে।
মেসার্স যমুনা ইলেকটনিক্স এন্ড অটোমোবাইলস লিঃ, গাজীপুর।	এস.অর.ও অনুযায়ী অব্যাহতি সুবিধা না পাওয়া।		৫৩০৮/২০১৭	এস.আর.ও নং-২২৫-আইন/২০১৭/৭৭৫-মূসক, তারিখঃ ০১ জুলাই, ২০১৭ ও এস.আর.ও নং-২২৬-আইন/২০১৭/৭৭৬-মূসক, তারিখঃ ০১ জুলাই, ২০১৭ এর আলোকে মূসক অব্যাহতির জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অপারগতা প্রকাশ করে।

আয়কর সংক্রান্ত

আয়করের ক্ষেত্রেও যমুনা গ্রুপ এবং এর অংগসংগঠনসমূহের আয়কর ফাঁকি ও অনিয়মের রাজস্ব প্রবণতা গত তিন বছরে অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সময়ানুগ আয়কর পরিশোধ না করা, রিটার্ন জমা না দেয়া, বকেয়া কর পরিশোধ না করা, রিট মামলা দায়ের ইত্যাদি সচরাচর প্রবণতা লক্ষ্যণীয়।

ক্রমিক	কোম্পনির নাম, সার্কেল, কর অঞ্চল	কোম্পানির ঠিকানা	বকেয়া করের পরিমাণ
১.	যমুনা নিটিং এন্ড ডায়িং লিঃ সার্কেল-৩১০ (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা	যমুনা ফিউচার পার্ক ক-২৪৪, কুড়িল, প্রগতি স্বরণী, বারিধারা, ঢাকা।	৯০,৭৬০.০০
২.	যমুনা ডেনিমস গার্মেন্টস লিঃ সার্কেল-৩১০ (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা	যমুনা ফিউচার পার্ক ক -২৪৪, কুড়িল, প্রগতি স্বরণী , বারিধারা, ঢাকা।	২,৭৫,৬০১.০০
৩.	যমুনা স্পিনিং মিলস লিঃ সার্কেল-৩১০ (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা	যমুনা ফিউচার পার্ক ক -২৪৪, কুড়িল, প্রগতি স্বরণী , বারিধারা, ঢাকা।	১,৮১,৬৩,০২১.০০
৪.	শামীম স্পিনিং মিলস লিঃ সার্কেল-২৯ (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-০২, ঢাকা	যমুনা ফিউচার পার্ক ক -২৪৪, কুড়িল, প্রগতি স্বরণী , বারিধারা, ঢাকা।	১,১৮,৪৪,৫১৩.০০
৫.	শামীম রোটর স্পিনিং মিলস লিঃ সার্কেল-২৯ (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-০২, ঢাকা	যমুনা ফিউচার পার্ক ক -২৪৪, কুড়িল, প্রগতি স্বরণী , বারিধারা, ঢাকা।	৪৩,০৪,৩৫৮.০০
৬.	শামীম কম্পোজিট মিলস লিঃ বৃহৎ করদাতা ইউনিট, ঢাকা।	যমুনা ফিউচার পার্ক ক ২৪৪, কুড়িল, প্রগতি স্বরণী , বারিধারা, ঢাকা।	২,৮৬,৯৪,১৩৫.০০
৭.	যমুনা টেলিভিশন লিঃ সার্কেল-৩১০ (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা	যমুনা ফিউচার পার্ক ক -২৪৪, কুড়িল, প্রগতি স্বরণী , বারিধারা, ঢাকা।	৩,২৩,৩৩,১৬৪.০০
৮.	যমুনা ফিউচার পার্ক লিঃ সার্কেল-৩১০ (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা	যমুনা ফিউচার পার্ক ক -২৪৪, কুড়িল, প্রগতি স্বরণী , বারিধারা, ঢাকা।	৭৮,৪৯,৭৩৭.০০
৯.	যমুনা ডিস্টিলারী লিঃ সার্কেল-৩১০ (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা	যমুনা ফিউচার পার্ক ক -২৪৪, কুড়িল, প্রগতি স্বরনী, বারিধারা, ঢাকা।	১,৯৬,৮৩,৫৪৮.০০
১০.	যমুনা ইলেকট্রনিক্স এন্ড অটোমোবাইলস লিঃ সার্কেল-৩১০ (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা	যমুনা ফিউচার পার্ক ক -২৪৪, কুড়িল, প্রগতি স্বরণী , বারিধারা, ঢাকা।	৬,২২,৯৬,৩৭৭.০০
১১.	যমুনা ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড লিঃ সার্কেল-৩১০ (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা	যমুনা ফিউচার পার্ক ক -২৪৪, কুড়িল, প্রগতি স্বরণী , বারিধারা, ঢাকা।	৮৭,৩০,৫০৫.০০
১২.	ক্রাউন বেভারেজ লিঃ সার্কেল-০৭৯ (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-০৪, ঢাকা	যমুনা ফিউচার পার্ক ক -২৪৪, কুড়িল, প্রগতি স্বরণী , বারিধারা, ঢাকা।	১৭,১৫,০৪১.০০
১৩.	যমুনা ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড লিঃ সার্কেল-৩১০ (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা	যমুনা ফিউচার পার্ক ক -২৪৪, কুড়িল, প্রগতি স্বরণী , বারিধারা, ঢাকা।	৮৭,৩০,৫০৫.০০
১৪.	ক্রাউন বেভারেজ লিঃ সার্কেল-০৭৯ (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-০৪, ঢাকা	যমুনা ফিউচার পার্ক ক -২৪৪, কুড়িল, প্রগতি স্বরণী , বারিধারা, ঢাকা।	১৭,১৫,০৪১.০০
	মোট		২০,১২,৭০,০৩৩.০০

উল্লেখ্য রাষ্ট্রের বিপুল রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের গুরুদায়িত্বে নিয়োজিত এনবিআর ও এর কর্মকর্তাগণ। ব্যক্তি বিশেষ ও প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপের এ ধরনের মিথ্যাচার বানোয়াট ও বিদ্বেষমূলক সংবাদ এনবিআর কর্মকর্তাদের দৈনন্দিন রাজস্ব আহরণ কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। এতে কর্মকর্তাদের মনোবল ক্ষুণ্ন হচ্ছে এবং রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। অধিকন্তু ব্যক্তি বিশেষের রোষানল ও বৈরিতার কারণে তাদেরকে ঝুঁকি ও শংকার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। আর এ সকল বৈরিতা উপেক্ষা করে এবং রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ও চাপ দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও কর্মকর্তাদেরকে দৈনন্দিন কাজে সংগঠিত করার জন্য এনবিআর চেয়ারম্যান সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজিবুর রহমান ২০১৫ সালে যোগদানের পর একাধারে তিন বছর (২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭) রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে। তাঁর সৃজনশীল ও উদ্ভাবনীমূলক কর্মপ্রচেষ্টা, নিষ্ঠা, গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়েছে। এনবিআর ও এর চেয়ারম্যানের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে কতিপয় অসাধু ও করফাঁকিবাজ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এনবিআরের সুনাম ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত আছে। লক্ষ্য করা গেছে, চেয়ারম্যানের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করার জন্য একটি স্বার্থান্বেষী মহল বিশেষ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে যারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও এর চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অমার্জিত, শিষ্টাচার বিবর্জিত, মানহানিকর, মিথ্যা তথ্য সম্বলিত এবং প্রতিশোধ পরায়ণমূলক ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। এ ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রায়শঃ বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্যমূলক এবং ভিত্তিহীন প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আশা করে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার মানদন্ড বজায় রাখার নিমিত্ত যমুনা গ্রুপ ও মালিকানাধীন "দৈনিক যুগান্তর" ও সংশ্লিষ্ট মিডিয়ায় এ ধরনের বানোয়াট, ভিত্তিহীণ অপসংবাদ ও বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ প্রকাশের অপপ্রয়াস থেকে বিরত থাকবে এবং সরকারের রাজস্ব আহরণ ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। অন্যথায় কর খেলাপীদের রুখবে দেশের জনগণ।

প্রচারে
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)